بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

IOM

Subject: Research and Masayel (RAM)-302

<u>Submitted to:</u>

Ustaz Abdul Wahid

RAM & Fiqh Department

Islamic Online Madrasha

<u>Submitted by:</u>

Tabassum Afia Shoshi

Batch: 201; (6th semester)

Roll: 20102232

Bachelor in Dawah & Islamic Studies

Assignment on:

ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম রিলেশনশিপ

সূচীপত্র:

নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	ভূমিকা	০৪
২.	হারাম রিলেশনশিপ কি	০৫
৩.	রিলেশনশিপ হারাম কেন	০৫–০৭
৪.	হারাম রিলেশনশিপের উৎপত্তি	০৭-০৭
৫.	আল্লাহ ও রাসূলের দৃষ্টিতে যিনা	07-08
৬.	হারাম রিলেশনশিপের ধরণ	**০৮-০৯**
৭.	হারাম রিলেশনশিপ তথা যিনার শাস্তি- কুরআনের আলোকে	০৯-১০
৮.	হারাম রিলেশনশিপ তথা যিনার শাস্তি- হাদিসের আলোকে	10-11
৯.	আরো কিছু হাদিস	11-11
১০.	হারাম রিলেশনশিপের দুনিয়াবী ক্ষতিকর দিক	11-12
১১.	হারাম রিলেশনশিপ বনাম হালাল রিলেশনশিপ	১2- ১4
১২.	প্রেম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও ইউসুফ আ: এর ঘটনা থেকে শিক্ষা	১4-17
১৩.	বিয়ের উদ্দেশ্যে রিলেশনশিপ কি বৈধ?	১7 -১8
14	প্রেমিক প্রেমিকাদের যা জানতেই হবে	18-20
১৫.	কিছু গবেষণালব্ধ তথ্য ও ফলাফল	20-22
১6.	হারাম রিলেশনশিপ থেকে পরিত্রাণের উপায়	22-23
17	হারাম রিলেশনশিপ: আল্লাহর অবাধ্যতার নামান্তর	23-23
18	পুরুষ ও নারীর প্রতি আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ	23-24
19	মাহরাম নন মাহরাম মেনে চলা,	24-25
২০	হারাম রিলেশনশিপ কি ইবাদত কবুলের অন্তরায়?	25-25
২১	হারাম রিলেশনশিপ- আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসার	26-26

	অন্তরায়	
২২	যিনা ব্যভিচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কি কি করা উচিৎ?	26-27
২৩	উপসংহার	27-28

ভূমিকা:

ইসলাম সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত মানুষের জীবনযাপনের পদ্ধতি। কিন্তু বর্তমানে যুবসমাজের এই ঐশী জীবনবিধান অনুসরণে প্রধানতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে হারাম রিলেশনশিপ। এমন অনেকেই আছেন, যারা হয়তো নিয়মিত নামাজ পড়েন, রমজানে রোজা রাখেন, দ্বীনের ব্যাপারেও খুব আগ্রহী; কিন্তু এই একটা জায়গায় এসে আটকে গেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহবহির্ভূত তথাকথিত রিলেশনশিপ বা প্রেমের সম্পর্ক সম্পূর্ণ হারাম। একে অপরের সঙ্গে কামনা-বাসনাসহকারে কথাবার্তা, নির্জনে দেখা-সাক্ষাৎ, ডেটিং, চ্যাটিং, স্পর্শ, হাসাহাসি, দুষ্টুমি সবই নিষিদ্ধ। এই রিলেশনশিপ মূলত শয়তানের ফাঁদ। এই ফাঁদে পড়ে নারী-পুরুষ উভয়ে জিনার দিকে ধাবিত হয়- যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। সহজ কথায় আধুনিক যুবক-যুবতীরা বিবাহ বহির্ভূত যে সম্পর্ক গড়ে তুলে তাকেই অবৈধ ও অপবিত্র ভালবাসা বা হারাম রিলেশনশিপ বলে। আর পবিত্র ভালবাসা বলতে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ভালবাসা, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভালবাসা,স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা ইত্যাদিকে বুঝায়। আল্লাহপাক আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা মাখলুক হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। অন্য কোন জীব জন্তুকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেননি। এমনকি সর্ব শ্রেষ্ঠ আখেরী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মত আমাদেরকে বানিয়েছেন। তাই প্রতিটি মুসলমানের উচিত সর্ব প্রথম এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তাআলাকে ভালবাসা এবং আমাদের সর্বশেষ নবী ও হাবীবে রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালবাসা।

আল্লাহপাক কুরআন শরীফে এরশাদ করেনঃ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

যারা ঈমানদার মুমিন, তাদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত ভালবাসা হবে সর্বাধিক প্রগাঢ়।

(সূরা আল বাকারাঃ ১৬৫)

আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেনঃ “কোন লোক পূর্ণ মুমিন হবে না যতক্ষণ না সে নিজের জীবন এবং পরিবার পরিজনের চেয়ে আমাকে বেশী ভালবাসবে। (সহীহ বুখারীঃ ১৫, সহীহ মুসলিমঃ ৪৪) এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তার রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালবাসা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য তথা ফরয। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালবাসার অর্থ হচ্ছে তার সুন্নত ও আদর্শের অনুসরণ করা।

হারাম রিলেশনশিপ কি:

একজন পুরুষ ও বেগানা নারীর মাঝে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যেটাকে মানুষ “প্রেম নামে অভিহিত করে থাকে; অথচ সেটা কতগুলো হারাম কাজ এবং শরিয়ত ও চরিত্র পরিপন্থী বিষয়ের সমষ্টি।

এ ধরণের সম্পর্ক হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন বিবেকবান ব্যক্তি সন্দেহ করতে পারে না। কারণ এতে রয়েছে বেগানা নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান, বেগানা নারীর দিকে তাকানো, প্রেম ও অনুরাগমূলক কথাবার্তা; যে সব কথা যৌন কামনা ও চাহিদাকে উত্তেজিত করে। এ ধরণের সম্পর্কের ফলে এগুলোর চেয়েও জঘন্য কিছু ঘটতে পারে; যেমনটি বাস্তবে দেখা যায়। সুতরাং একজন পুরুষ ও বেগানা নারীর মাঝে বিবাহ বহির্ভূত এ ধরণের সম্পর্ককেই হারাম রিলেশনশিপ বলে।

রিলেশনশিপ হারাম কেন?

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, কোন কর্মটি সবচাইতে বেশি পরিমাণ মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তিনি বললেনঃ আল্লাহভীতি, সদাচার ও উত্তম চরিত্র। আবার তাকে প্রশ্ন করা হলো, কোন কাজটি সবচাইতে বেশি পরিমাণ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। তিনি বললেনঃ মুখ ও লজ্জাস্থান।

তিরমিযীঃ ২০০৪
সনদ, হাসান।

আবূ ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ গারীব। আবদুল্লাহ ইবনু ইদরীস হলেন ইবনু ইয়াযীদ ইবনু আবদুর রাহমান আল-আওদী।

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا
(١٧:٣٢)

তোমরা অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হয়োনা, ওটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। (১৭:৩২)

-
তাফসীর আবু বকর যাকারিয়াঃ
وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

আর যিনার ধারের-কাছেও যেও না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। যিনার কাছেও যেও না। এ হুকুম ব্যক্তির জন্য এবং সামগ্রিক ভাবে সমগ্র সমাজের জন্যও। আয়াতে ব্যভিচার হারাম হওয়ার দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছেঃ এক, এটি একটি অশ্লীল কাজ। মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরম না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায়। কিন্তু যাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের সামান্যতম অংশও বাকী আছে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলে তারা ব্যভিচারকে অন্যায় বলে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করে না। আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন। এটা শুনে চতুর্দিক থেকে লোকেরা তার দিকে তেড়ে এসে ধমক দিল এবং চুপ করতে বলল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, বস। যুবকটি বসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি এটা তোমার মায়ের জন্য পছন্দ কর? যুবক উত্তর করলঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহর শপথ, তা কখনো পছন্দ করিনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তেমনিভাবে মানুষও তাদের মায়েদের জন্য সেটা পছন্দ করেনা। তারপর রাসূল বললেন, তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য তা পছন্দ কর? যুবক উত্তর করলঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহর শপথ, তা কখনো পছন্দ করিনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ অনুরূপভাবে মানুষ তাদের

মেয়েদের জন্য সেটা পছন্দ করেনা। তারপর রাসূল বললেন, তুমি কি তোমার বোনের জন্য সেটা পছন্দ কর? যুবক উত্তর করলঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহর শপথ, তা কখনো পছন্দ করিনা। তখন রাসূল বললেনঃ তদ্রুপ লোকেরাও তাদের বোনের জন্য তা পছন্দ করে না। (এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ফুফু, ও খালা সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বললেন আর যুবকটি একই উত্তর দিল) এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর হাত রাখলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ! তার গুনাহ। ক্ষমা করে দিন, তার মনকে পবিত্র করুন এবং তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করুন। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, এরপর এ যুবককে কারো প্রতি তাকাতে দেখা যেত না। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৫৬, ২৫৭] দ্বিতীয় কারণ সামাজিক অনাসৃষ্টি। ব্যভিচারের কারণে এটা এত প্রসার লাভ করে যে, এর কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। এর অশুভ পরিণাম অনেক সময় সমগ্র গোত্র ও সম্প্রদায়কে বরবাদ করে দেয়। এ কারণেই ইসলাম এ অপরাধটিকে সব অপরাধের চাইতে গুরুতর বলে সাব্যস্ত করেছে। এবং এর শাস্তি ও সব অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোর বিধান করেছে। কেননা, এই একটি অপরাধ অন্যান্য শত শত অপরাধকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যিনাকার ব্যক্তি যিনা করার সময় মুমিন থাকে না। চোরের চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্যপান করার সময় মুমিন থাকে না। [মুসলিমঃ ৫৭]

তাফসীর ইবন কাছীর-

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

আর যিনা-ব্যভিচারের কাছেও যেও না, তা হচ্ছে অশ্লীল কাজ আর অতি জঘন্য পথ। আল্লাহ তাআলা ব্যভিচার ও ওর চতুষ্পর্শ্বের সমস্ত দুষ্কার্য হতে চরমভাবে নিষেধ করেছেন। শরীয়তে ব্যভিচারকে কাবীরা ও কঠিন পাপ বলে গণ্য করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, একজন যুবক রাসূলুল্লাহর (সঃ) কাছে ব্যভিচারের অনুমতি প্রার্থনা করে। জনগণ প্রতিবাদ করে বলেঃ "চুপ কর, কি বলছো? রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বলেনঃ "বসে যাও। সে বসে গেলে তিনি তাকে বলেনঃ তুমি এই কাজ কি তোমার মায়ের জন্যে পছন্দ কর? উত্তরে সে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ আমাকে আপনার উপর উৎসর্গ করুন! আল্লাহর কসম! আমি কখনো এটা পছন্দ করি না। তখন তিনি তাকে বললেনঃ "তাহলে অন্য কেউ এটাকে কি করে পছন্দ করতে পারে? এরপর তিনি তাকে বললেনঃ "আচ্ছা, এই কাজটি তুমি তোমার মেয়ের জন্যে পছন্দ কর কি? লোকটি চরমভাবে এটাও অস্বীকার করলো। তিনি বললেনঃ "ঠিক এরূপই অন্য কেউই এটা তার মেয়ের জন্যে পছন্দ করে না। তারপর তিনি বললেনঃ "তুমি তোমার বোনের জন্যে এটা পছন্দ করবে কি? অনুরূপভাবে সে এটাকেও অস্বীকার করলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "এইরূপ অন্যেরাও তাদের বোনদের জন্যে এটাকে অপছন্দ করবে। অতঃপর তিনি বললেনঃ "কেউ তোমার ফুফুর সাথে এই কাজ করুক এটা তুমি পছন্দ কর কি? সে এটাকেও কঠিনভাবে অস্বীকার করলো। তিনি বললেনঃ "অনুরূপ ভাবে অন্যেরাও এটা পছন্দ করবে না। এরপর তিনি বলেনঃ "তোমার খালার জন্যে এ কাজ তুমি পছন্দ কর কি? উত্তরে সে বলেঃ "কখনই নয়। তিনি বললেনঃ "এইরূপ সবাই এটা অপছন্দ করে। অতঃপর তিনি স্বীয় হস্ত মুবারক তার মস্তকের উপর স্থাপন করে দুআ করলেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি এর পাপ মার্জনা করুন! এর অন্তর পবিত্র করে দিন এবং একে অপবিত্রতা হতে বাঁচিয়ে নিন! অতঃপর তার অবস্থা এমন হলো যে, সে

কোন মহিলার দিকে দৃষ্টিপাতও করতো না। ইবনু আবিদ দুনিয়া (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “শিরকের পরে ব্যভিচার হতে বড় পাপ আর কিছুই নেই যে, মানুষ তার শুক্র এমন গর্ভাশয়ে নিক্ষেপ করবে যা তার জন্যে বৈধ নয়।

হারাম রিলেশনশিপের উৎপত্তিঃ

বিবাহ বহির্ভূত সব রিলেশন হারাম এবং তা যিনার শামিল। পক্ষান্তরে বিবাহ সমন্ধ তৈরির পরের রিলেশন পবিত্র ও ছাওয়াব অর্জন হয়।

যিনা (زِنًى বা زِنَا) বা ব্যভিচার বলতে বুঝায় ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক বিবাহ ছাড়া অবৈধ পন্থায় যৌন তৃপ্তি লাভ করাকে। ইসলামী শরীয়াতে অবৈধ পন্থায় যৌন সম্ভোগ সম্পূর্ণ হারাম এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৬টি জিনিস যিনার উৎপত্তি ঘটায়ঃ

১. মন যেখানে ব্যভিচারের উৎপত্তি।

২. চোখের ব্যভিচার সবচেয়ে বড় ব্যভিচার।

৩. জিহ্বা দ্বারা ব্যভিচার হয় যখন একজন নর-নারী আরেকজন নর-নারীর সাথে কথা বলে রক্ত ও স্ত্রীর সম্পর্ক ছাড়া।

৪. কান এটা দিয়ে ব্যভিচার হয় যখন নর-নারীর কথা শুনা হয়। রক্তের সম্পর্ক থাকলে সমাস্যা নেই।

৫. হাত এটা দিয়ে ব্যভিচার হয় যখন কোন বিবাহিত-অবিবাহিত নর-নারীর শরীরের যেকোন অংশ স্পর্শ বা ধরা হয়।

৬. পা এটা দিয়ে ব্যভিচার হয় যখন পায়ে হেঁটে কাঙ্ক্ষিত কোন নর বা নারীর কাছে যাওয়া হয়।

আল্লাহ ও রাসুলের (সাঃ) দৃষ্টিতে যিনাঃ

যিনা হারাম ও অত্যন্ত মন্দ কাজ আল্লাহ তায়ালা যিনাকে হারাম ঘোষণা করে বলেছেন, “তোমরা যিনার কাছেও যাবে না। কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জ এবং খারাপ কাজ। (সুরা বনী-ইসরাঈল -৩২)

রাসূল (সা) বলেছেন, মানুষ তার সমগ্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জিনা করে। দেখা হচ্ছে চোখের জিনা, ফুঁসলানো কন্ঠের জিনা, তৃপ্তির সাথে কথা শোনা কানের জিনা, হাত দিয়ে স্পর্শ করা হাতের জিনা, কোনো অবৈধ উদ্দেশ্যে পথ চলা পায়ের জিনা, এভাবে ব্যভিচারের যাবতীয় ভূমিকা যখন পুরোপুরি পালিত হয়, তখন লজ্জাস্থান তার পূর্ণতা দান করে অথবা পূর্ণতা দান থেকে বিরত থাকে (বুখারি, মুসলিম ও আবু দাউদ)

রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, “আল্লাহর দৃষ্টিতে শিরকের পর সবচাইতে বড় গুনাহ হচ্ছে এমন কোন জরায়ুতে এক ফোটা বীর্য ফেলা, যা আল্লাহ তার জন্য হালাল করেননি। (সহীহ বুখারী)

৩২. তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেয়ো না, নিসন্দেহে এ হচ্ছে একটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ।

٣٢ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ
وَسَآءَ سَبِيْلًا

৩৩. কোনো জীবনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না, যা আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন; যে ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় আমি তার উত্তরাধিকারীকে (এ) অধিকার দিয়েছি (সে চাইলে রক্তের বিনিময় দাবী করতে পারে), তবে সে যেন হত্যার (প্রতিশোধ নেয়ার) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে; কেননা (হত্যার মামলায় যে ব্যক্তি মযলুম) তাকেই সাহায্য করা হবে।

٣٣ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ
اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ
كَانَ مَنْصُوْرًا

সুরা বনী ইসরাইল–আয়াত 32-33

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা প্রথমে যিনার বিষয় বস্তু থেকেও দুরে থাকার নির্দেশনার পরের আয়াতে বলছেন হত্যার কথা, সে হিসেবে বলা যায় কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যার চেয়েও যিনার প্রাথমিক বিষয় (গান, নাটক, সিনেমা, ফ্রি মিক্সিং পরিবেশে সহজে মিশে থাকা, চক্ষু নিয়ন্ত্রন না করা, মাহরাম ননমাহরাম না মানা)টি আল্লাহ আগে বলেছেন।

৬৮. যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কোনো মাবুদকে ডাকে না, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে যাকে হত্যা করতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেছেন তাকে যারা হত্যা করে না, (উপরন্তু) যারা ব্যভিচার করে না, যে ব্যক্তিই এসব (অপরাধ) করবে সে (তার গুনাহের) শাস্তি ভোগ করবে,

٦٨ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ
وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا
بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ
اَثَامًا ۙ

সুরা ফুরকান আয়াত–68

এখানে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা শির্ক, হত্যা, তারপর বলছেন যিনার কথা

হারাম রিলেশনশিপের ধরণঃ

হারাম রিলেশনশিপ ২ ধরণের হয়ে থাকে।

১/বিবাহোত্তর যৌনতা এবং

২/বিবাহপূর্ব যৌনতা,

৩/ সমকামীতা,

৪/অজাচার,

যেমনঃ

- পরকীয়া (পারস্পারিক সম্মতিতে বিবাহিতের অবৈবাহিক যৌন সম্পর্ক),
- ব্যভিচার (দুজন অবিবাহিতের পারস্পারিক সম্মতিতে যৌনসঙ্গম),

পতিতাবৃত্তি (অর্থের বিনিময়ে যৌনসঙ্গম)

- সমকামী (পুরুষে পুরুষে বা মহিলায় মহিলায় যৌন সমর্ক)
- অজাচার (এক ঘরের বা আপন রক্তের সম্পর্কের মধ্যে তথা ভাই বোন, মা ছেলের সমপর্ক)

হারাম রিলেশনশিপ তথা যিনার শাস্তি- কুরআনের আলোকেঃ

কুরআনে সর্বপ্রথম সূরা নিসায় যিনার শাস্তি সম্পর্কিত সাময়িক অস্থায়ী নির্দেশনা অবতীর্ণ করা হয়।

وَٱلَّٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
۝وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

—আর নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চার জন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ করে রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন। তোমাদের মধ্যে যে দুজন সেই কুকর্মে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর, অতঃপর তারা যদি উভয়ে তওবা (অনুশোচনা,অনুতাপ) করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তবে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও। নিশ্চই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, দয়ালু।
সূরাঃ নিসা, আয়াতঃ ১৫-১৬

কিন্তু পরবর্তীতে সূরা নূরে নবায়িত নির্দেশনা অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্বোক্ত আয়াতের নির্দেশনা রহিত হয়ে যায়। এছাড়াও, অধিকাংশ নিয়মকানুন যেগুলো যিনা (ব্যভিচার/পরকীয়া), স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর উপর বা সমাজের সদস্যগণ কর্তৃক সতী সাধ্বী নারীর উপর আরোপিত অভিযোগ সম্পর্কিত, সেগুলো সূরা নূর (আলো) এ পাওয়া যায়। এই সূরাটি শুরু হয়েছে যিনার শাস্তি সম্পর্কিত বেশ কিছু বিশেষ নির্দিষ্ট নিয়মকানুন প্রদানের মধ্য দিয়েঃ

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত পুরুষ ও নারী যারা,- তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত প্রদান করঃ তাদের বিষয়ে করুণা যেন তোমাদেরকে দুর্বল না করে, এমন একটি বিষয়ে যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং মহাপ্রলয় দিবসের উপর বিশ্বাস রাখোঃ এবং বিশ্বাসীদের একদলকে তাদের শাস্তির সাক্ষী করে রাখো।"
কুরআন, সূরা ২৪ (আন-নুর), আয়াত ২

۝وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ
۝إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

—এবং যারা নিরপরাধ নারীদের উপর অভিযোগ আরোপ করে এরপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদের বেত্রাঘাত কর, আঁশিটি করে, এবং এরপর কখনই তাদের কাছ থেকে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করো না; এবং এটি একারণে যে তারা সীমালঙ্ঘনকারী। তারা ব্যতীত যারা অনুতপ্ত হয় এবং সংশোধিত হয়, কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। কুরআন, সূরা ২৪ (আন-নুর), আয়াত ৪-৫

হারাম রিলেশনশিপ তথা যিনার শাস্তি- হাদিসের আলোকেঃ

হাদিসে যিনার শাস্তির বর্ণনা এসেছে জনসম্মুখে বেত্রাঘাত এবং পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড হিসেবে, এটি পাওয়া যায় মূলত হাদিসের "কিতাব-আল হুদুদ" নামক সংকলিত খণ্ডাংশে।

'উবাদা বিন আস-সামিত বর্ণনা করেনঃ আমি আল্লাহর রাসুলকে বলতে শুনেছিঃ আমার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। আল্লাহ সেসব মহিলাদের জন্য আদেশ জারি করেছেন। যখন একজন অবিবাহিত পুরুষ একজন অবিবাহিত নারীর সাথে ব্যভিচার করে, তাদেরকে একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন পেতে হবে। আর বিবাহিত পুরুষের সাথে বিবাহিত নারীর ব্যভিচারের ক্ষেত্রে, তাদেরকে একশত বেত্রাঘাত এবং পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে হবে।
সহীহ মুসলিম, ১৭ঃ৪১৯১

আল্লাহর রাসুল বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি প্রদান করতেন এবং, তাঁর পরে আমরাও পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি প্রদান করতাম, আমি ভয় করি যে কালের অতিক্রমের সাথে সাথে, মানুষ হয়তবা এটি ভুলে যাবে এবং হয়তো বলবেঃ আমরা আল্লাহর কিতাবে পাথর নিক্ষেপের শাস্তি খুঁজে পাই নি, এবং আল্লাহর নির্দেশিত এই কর্তব্য পরিত্যাগ করে বিপথে যাবে। পাথর নিক্ষেপ হল আল্লাহর কিতাবে দেয়া ব্যভিচারী বিবাহিত পুরুষ ও নারীদের জন্য ধার্যকৃত একটি দায়িত্ব, যখন তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, অথবা যদি গর্ভধারণ ঘটে, অথবা যদি দোষ স্বীকার করা হয়।
সহীহ মুসলিম, ১৭ঃ৪১৯৪

মা'য়িয মুহাম্মদের (সাঃ) নিকট এলো এবং তার উপস্থিতিতে নিজের ব্যভিচার করার কথা চারবার স্বীকার করল, তাই মুহাম্মদ (সাঃ) তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার আদেশ দিলেন। কিন্তু হুজ্জালকে বললেনঃ "তুমি যদি তাকে তোমার কাপড় দ্বারা ঢেকে দিতে, তাহলে তা তোমার জন্য ভাল হত।"
সুনান আবু দাউদ, ৩৮ঃ৪৩৬৪

আরেক বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রন্থ সহিহ বুখারীতে কয়েকটি ঘটনা পাওয়া যায় যেখানে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার কথা উল্লেখ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ,

আয়েশা রা: কর্তৃক বর্ণিতঃ 'উতবা বিন আবি ওয়াক্কাস তাঁর ভাই সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসকে বললেন, "জা'মার দাসীর পুত্রটি আমার থেকে আগত, তাই একে তোমার তত্ত্বাবধানে রাখো।" তাই মক্কা বিজয়ের বছরে, সা'দ তাকে নিয়ে নিলেন এবং বললেন, "(এ হল) আমার ভাইয়ের পুত্র যাকে আমার ভাই আমার তত্ত্বাবধানে রাখতে বলেছেন।" 'আব্দ বিন জা'মা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেলো এবং বললো, "(সে) আমার ভাই, আমার বাবার দাসীর পুত্র, এবং আমার পিতার বিছানায় তাঁর জন্ম হয়েছিল।" তাই তারা উভয়েই আল্লাহর রাসুলের সামনে তাদের মোকাদ্দমা পেশ করলেন। সা'দ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল! এই বালক আমার ভাইয়ের পুত্র আর তিনি একে আমার দায়িত্বে অর্পণ করেছেন।" 'আব্দ বিন জা'মা বলল, "এই বালক আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর ছেলে, এবং আমার পিতার বিছানায় তাঁর

জন্ম হয়েছিল।" আল্লাহর রাসুল বললেন, "এই বালকটি তোমার, হে 'আব্দ বিন জা'মা!" এরপর আল্লাহর রাসুল আরও বললেন, "উক্ত সন্তানটি বিছানার মালিকের, এবং উক্ত ব্যভিচারকারীকে পাথর নিক্ষেপ করা হোক।" যখন তিনি উতবার সাথে বাচ্চাটির সাদৃশ্য দেখলেন, তখন সাওদা বিন জা'মাকে বললেন, "তোমার পর্দা তাঁর সামনে নামিয়ে দাও।" বালকটি মৃত্যুর পূর্বে আর কখনই ওই মহিলাকে দেখতে পায় নি।
সহীহ বুখারী, ৯:৮৯:২৯৩

আরো কিছু হাদিসঃ

পুরুষ ও নারীর মধ্যে যিনা সম্পর্কিত আরও যে সকল হাদিস রয়েছে সেগুলো হলঃ

অবৈধ যৌন কর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য এক ইহুদি মহিলাকে পাথর নিক্ষেপ (রজম)।
আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন যে মুহাম্মদ(সাঃ) একজন যুবক এবং একজন বিবাহিত মহিলার দৈহিক মিলনের অভিযোগে মহিলাটিকে পাথর নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন এবং যুবকটিকে চাবুক মারতে ও এক বছরের জন্য নির্বাসন দিতে নির্দেশ দিলেন;
ওমর ইবন আল-খাত্তাব নিশ্চিত করেন যে, একটি নির্দেশ নাযিল হয়েছিল এই বিষয়ে যে, কোন মুহসান ব্যক্তি (একজন প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন, মুসলিম যে পূর্বে বৈধভাবে বৈবাহিক যৌন সম্পর্কে অংশ নিয়েছে, এবং তাঁর বিবাহ এখনো নিশ্চিতভাবে বহাল রয়েছে) সে যদি অবৈধ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয় তবে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে।

হারাম রিলেশনশিপের দুনিয়াবী ক্ষতিকর দিকঃ

অবৈধ প্রেম-ভালবাসায় জড়িত হয়ে অনেক তরুণ-তরুণীর জীবন অকালে ঝড়ে পড়ছে। তাদের লেখা-পড়ার ক্ষতি হচ্ছে, সময়ের অপচয় হচ্ছে। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে, সাজানো সংসার ভেঙ্গে চুরমান হচ্ছে, সবচেয়ে বড় কথা হল- ঈমানের জ্যোতি নিভে যাচ্ছে, দীনদারিত্ব নষ্ট হচ্ছে। আসলে ভালবাসা বলতে যা বুঝায়-বর্তমান যুবক-যুবতীর এই ভালবাসা সেই ভালবাসা নয়। তাদের ভালবাসার মূল মিনিং হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় তাদের এই ভালবাসায় অভিভাবকদের সম্মতি থাকে না বিধায় তাদের মুখে চুনকালি দিয়ে পালিয়ে যায়। আবার কিছু দিন পরে যখন প্রেমের আবেগ নিশা টুটে যায়, তখন কালো মেঘের ছায়ার মত নেমে আসে নানাবিধ অস্বস্তি ও যন্ত্রণা। তখন তড়িৎ গতিতে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। তারা সর্বনাশা প্রেমে একুল-অকুল সবি হারায়।

একটি হৃদয় বিদারক সংক্রামক রোগ, যা অত্যন্ত ছোয়াছে বড়ই মারাত্মক এ প্রেম নামক হারাম রিলেশনশিপ। যে একবার এ পথে পা বাড়িয়েছে সে কখনও সুখের ছায়া দেখেনি। কেননা তাতে রয়েছে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নারাজী। প্রেমের প্রধান উৎস হচ্ছে আবেগ, আর প্রচন্ড এই আবেগই হচ্ছে প্রেমের চালিকা শক্তি। কিন্তু গভীর এই আবেগকৃত প্রেমের গভীরতা যখন থেমে যায়, তখন প্রেমের বদলে জন্ম নেয় মোহ। কচুপাতার পানির মত এক সময় এই মোহও ঝড়ে পড়ে। তখন স্বপ্ন সাধ, আশা, ভালবাসা সবই হয়ে যায় চুর্ণ। কেউ কেউ আবার প্রেমে ব্যর্থ হয়ে প্রতিক্রিয়া দেখায়। কেউ প্রতিশোধ নেয় (এসিড, খুন বা যুবতীর বিবাহ ভঙ্গন) কেউ চিরকুমার থেকে

যায়, কেউ করে আত্মহত্যা। আরে বাবা এত ভয়ঙ্কর রাস্তার নামই কি ভালবাসা! তারপরও বুঝে আসে না কি করে যে বিনা বিবেচনায় আজকের তরুণ-তরুণীরা তা বরণ করে নেয়।

বর্তমান আধুনিক বিশ্বে ভালবাসা বলতে যা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে ইসলাম বিরোধী; আর এটাই হারাম রিলেশনশিপ।কিন্তু শত আফসোস হলেও সত্য যে, বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত ও সচেতন স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরা এই ভালবাসা নামক মরণব্যাধিতে আক্রান্ত। যার ফলে অকালে ঝড়ে যাচ্ছে হাজারো জীবন। প্রতিনিয়ত এসিডে দগ্ধ হচ্ছে হাজারো নারী। আধুনিক বিশ্বে আধুনিক প্রেমের বেলায় এটি কি সত্য? অবশ্যই সত্য, তাই বলতে হয় এটা ভালবাসা নয় এটা মরণ নেশা।

ভালবাসার নামে দেশের ভবিষ্যত সম্ভাবনাময় যুব সমাজকে ধ্বংস ও নিঃশেষ এর দিকে টেলে দিচ্ছে। যার ফলে পরিবার, সমাজ সবই হচ্ছে কলংকিত, অধঃপতিত। যার জলন্ত প্রমাণ প্রতিদিনই পত্রিকার পাতায় চোখ বুলালেই দেখতে পাই।

<u>হালাল রিলেশনশিপ বনাম হারাম রিলেশনশিপঃ</u>

হারাম রিলেশনশিপঃ

বর্তমানে, একশ্রেনীর বিপথগামী তরুণ-তরুণী লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে পরকীয়া প্রেমে আসক্ত হয়ে যিনা করছে। যৌনাচারের মতো বিষাক্ত ভাইরাস চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

হারাম রিলেশনে প্রতিটি ধাপেই রয়েছে পাপ ও ভয়ানক শাস্তি। কেউ যখন কোন হারাম রিলেশনে থাকেন, তখন সেই গালফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে তৃতীয় একজন উপস্থিত থাকে সে হলো শয়তান। ডেটিংয়ে পরস্পরের সঙ্গে উচ্চারণ করা কথাগুলো হয় মুখের যিনা। তার দিকে তাকানোটা হয় চোখের যিনা। তাকে টাচ করাটা হয় হাতের যিনা। তাকে সাথে নিয়ে হাঁটতে বের হলে হয় পায়ের যিনা। যা উপরে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে এধরনের রিলেশনে জড়ানো পাপ ও হারাম রিলেশন বলে বিবেচিত।

আজ আমাদের সমাজে যুবক-যুবতীদের মাঝে বিয়েপূর্ব যে অনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি হচ্ছে, এবং ভালোবাসা সৃষ্টি হচ্ছে, ইসলামের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ হারাম। ইসলাম কখনো এ ধরনের ভালোবাসা সমর্থন করে না। এটি মূলত যৌন তাড়নাপ্রসূত একটি বিষয়। যুবক-যুবতীরা বেলাল্লাপনা চরিতার্থ করার জন্য ভালোবাসায় আবদ্ধ হন। যখন যৌন তাড়না নিঃশেষ হয়ে যায় তখন ভালোবাসায় ভাটা পড়ে। তবে একে-অপরের ভালোবাসা যদি শুধু তাদের মনে লুকায়িত থাকে, ভালোবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে শরিয়ত লঙ্ঘন না করে, তাহলে সে ভালোবাসায় কোনো ক্ষতি নেই।

হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসে, তা লুকিয়ে রাখে, নিজেকে পবিত্র রাখে এবং এই অবস্থায় মারা যায়, সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে। (কানজুল উম্মাল, হাদিস : ৩০/৭৪)

সবচেয়ে বড় কথা হলো- নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য তিনি তো আল্লাহর কাছে অবশ্যই বিনিময় পাবেন। তবে ভালোবাসার কারণে যদি অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে তা অবশ্যই হারাম।

হালাল রিলেশনশিপঃ

অপরদিকে বিয়ের পর একজন নর-নারীর যা কিছু হবে সবই সিদ্ধ তথা হালাল। এটাই হালাল রিলেশন। আগের সমন্ধের সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে টাচ করা, হাত ধরা, ও শারীরিক সম্পর্ক সবই হালাল। কতো সুন্দর এবং মধুর এই সম্পর্ক! রাসুলুল্লাহ (সা.) পুরুষদের নির্দেশ দিয়েছেন, তুমি যখন খাবে, তাকেও খাওয়াবে এবং তুমি যখন পরিধান করবে, তাকেও পরিধান করাবে। তার চেহারায় কখনো প্রহার করবে না। তার সঙ্গে অসদাচরণ করবে না। (আবু দাউদ)

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হলো হালাল সম্পর্ক। স্বামী-স্ত্রীর মাঝের ভালোবাসা হচ্ছে পবিত্র ও কাঙ্ক্ষিত। ইসলাম এই ভালোবাসার প্রতি খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। রাসুল (সা.) তাঁর স্ত্রীদের ভালোবাসতেন। তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতেন। তাদের মন জয় করার চেষ্টা করতেন। তাদের নিয়ে আনন্দ-ফুর্তি করতেন।

হাদিস শরিফে আছে, রাসুল (সা.) আয়েশা (রা.)-এর সাথে দৌঁড় প্রতিযোগিতা করেছেন। আয়েশাকে নিয়ে মসজিদে তিনি আবিসিনীয়দের খেলা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সে ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন, যার চরিত্র সুন্দর, তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। (রিয়াদুস সালিহিন, হাদিস : ১/১৯৭)

বিয়ের আসল উদ্দেশ্য হলো- শান্তি, ভালোবাসা ও দয়া। হাদিসে আছে, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, যদি কোনো স্বামী স্ত্রীর দিকে দয়া ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার দিকে দয়া ও রহমতের দৃষ্টি নিয়ে তাকান। এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা, তাদের প্রতি রহম করা ইসলামি শরিয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রত্যেক স্ত্রীই তার স্বামীর কাছে ভালোবাসা চায়। স্বামীদের উচিত, স্ত্রীদের ভালোবাসা ও তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা।

আয়েশা (রা.) কে নবী (সা.) আদর করে ডাকতেন হুমায়রা বলে। হুমায়রা অর্থ লাল বর্ণের রমনী। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আদর মাখা ডাক শুনে আয়েশা (রা.) কাছে আসতেন তাকে জড়িয়ে ধরতেন, এরপর কবিতা পাঠ করে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে শোনাতেন।

স্বামী-স্ত্রী মহব্বতের সাথে আলাপ আলোচনা করা, কথা-বার্তা বলা নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম। আরেক বর্ননায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে মহিলা (স্ত্রী) তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, সে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করবে।

কেউ যখন তার স্ত্রীর মুখে ভালোবেসে খাবার তুলে দেন, ফেরেশতারা তার জন্য সাদাকার সওয়াব লিখে ফেলে। তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমা তুলে দিবে, সেটার বিনিময়েও আল্লাহ তোমাকে সওয়াব দান করবেন। (বুখারী)

কেউ যখন স্ত্রীর জন্য উপহার নিয়ে আসেন, তাকে নিয়ে ঘুরতে যান, তার পাশে বসে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তার গল্প শুনেন- এরকম সবকিছুর জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া'তায়ালা তার জন্য সওয়াব বরাদ্দ রেখেছেন।

ভালোবাসা লুকিয়ে রাখার বস্তু নয়। যদি সেটা হালাল হয়।স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা হয়। নিজের স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসাও অন্যদের কাছে প্রকাশ করা যায়। খোদ নবীজি বলেছেন, আমাকে খাদিজার জন্য ভালোবাসা দান করা হয়েছে। (তার প্রতি আমার ভালোবাসাটা আল্লাহর হাদিয়া)। (মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল (সা.) প্রায় সময় উম্মুল মুমিনীন খাদিজা (রাঃ) এর কোলে মাথা রাখতেন, এবং তাঁর মৃত্যুর পর আয়েশা (রা.) এর উরুর উপর মাথা রেখে শুতেন। যখন আয়েশা (রাঃ) ঋতুবর্তী (মাসিক) অবস্থায় উপনীত হতেন, তখনও তিনি (সাঃ) তাঁর উরুর উপর শুয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। হাদীস

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কতটা গভীর হতে পারে, তার প্রমাণ কুরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা তা ঘোষণা করেন- “তারা তোমাদের পোশাকস্বরূপ এবং তোমরাও তাদের পোশাকস্বরূপ। (সুরা বাকারা -১৮৭)

স্বামী-স্ত্রীর রিলেশন হোক মধুর ও ভালোবাসার। দূরীভূত হোক ভালোবাসার নামে যুবক যুবতীর অবৈধ প্রণয়লীলা, ফোনালাপ ও পরকীয়া। ফেসবুকে সুন্দর নাম দিয়ে নয়। তাকওয়ার ভান ধরে নয়, সত্যিকারে চরিত্রবান হবার চেষ্টা করব আমরা, ইনশা আল্লাহ। বেগানা নারী পুরুষের অশুভ দৃষ্টি থেকে নিজেদের হেফাজত রাখব আমরা, ইনশা আল্লাহ।

প্রেম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও ইউসুফ আ: এর ঘটনা থেকে শিক্ষা :

আমাদের সমাজে বেগানা যুবক-যুবতীর প্রেম-ভালবাসার নামে যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি উত্তাল সাগরের উর্মিমালার মত বহমান রয়েছে তা সম্পূর্ণ রূপে অবৈধ ও হারাম।

কুরআন থেকে দুরে থাকা বা না বুঝে পড়ার ফল আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে, যার কারনে এই জঘন্য লোকগীতি -"প্রেম কইরাছে ইউসুফ নবী, তার প্রেমেতে জুলেখা বিবি রে"..............(নাউযুবিলালাহ) শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সব ধরনের লোকজন ছোট বেলা থেকে এই গান শুনে হারাম সমর্পক কে হালাল ও মহান কাজ মনে করতে শুরু করে, এই কারনে আমাদের সমাজের অনেকের আবার মন্তব্য যে, প্রেম-ভালবাসা নাকি বৈধ, তাদের উক্তি হল যে, প্রেম পবিত্র, ভালবাসা পবিত্র। তাদের যুক্তি হল- ইউসুফ-জুলাইখা প্রেম করছেন - (নাউযুবিল্লাহ্)। তিনি নবী হয়ে যখন প্রেম করলেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই প্রেম পবিত্র (নাউযুবিল্লাহ)

ইউসুফ (আ.)-এর ওপর অপবাদ

১২:২৩ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

আর যে মহিলার ঘরে সে ছিল, সে তাকে কুপ্ররোচনা দিল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল আর বলল, ‘এসো’। সে বলল, আল্লাহর আশ্রয় (চাই)। নিশ্চয় তিনি আমার মনিব, তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয় যালিমগণ সফল হয় না। আল-বায়ান

২৫. তারা উভয়ে ইউসুফ (আ.) ও মিসরের রানি দৌড়ে দরজার দিকে গেল আর ওই নারী তার ইউসুফ (আ.)-এর জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল। উভয়ে ওই নারীর স্বামীকে দরজার কাছে পেল। নারী (কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিজ স্বামীকে) বলল, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তাকে কারাগারে পাঠানো বা অন্য কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া ছাড়া তার আর কী দণ্ড হতে পারে (সুরা : ইউসুফ, আয়াত : ২৫)

তাফসির : এর আগের আলোচনায় বলা হয়েছিল, মিসরের অর্থমন্ত্রীর স্ত্রী হজরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি ভীষণ আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ওই নারী তাঁর সঙ্গে পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার ফন্দিফিকির করতে থাকেন।
একপর্যায়ে দরজা-জানালা বন্ধ এক নিভৃত ঘরে হজরত ইউসুফ (আ.)-কে আটকিয়ে তিনি পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। কিন্তু ইউসুফ (আ.) ওই নারীর কুপ্রস্তাবে রাজি হননি। তিনি দৌড়ে সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করেন। ওই নারী তাঁকে পেছন থেকে ধরার চেষ্টা করেন। এতে ইউসুফ (আ.)-এর জামার পেছন দিক ছিঁড়ে যায়। অর্থমন্ত্রীর স্ত্রী ইউসুফ (আ.)-এর জামা এমনভাবে টেনে ধরেন, যেন কিছুতেই তিনি বাইরে যেতে না পারেন। আল্লাহর নবী ইউসুফ (আ.) নিজের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করতে আপসহীন ছিলেন। ফলে তিনি কিছুতেই ওই নারীর ডাকে সাড়া দেননি। এমনকি তিনি থামলেনও না। জোর করে টেনে ধরায় ইউসুফ (আ.)-এর জামার পেছন দিকে কিছুটা ছিঁড়ে গেল। এভাবেই তিনি বাইরে চলে গেলেন। তাঁর পেছনে চলে এলেন ওই নারীও। বেশির ভাগ ইতিহাসবিদ ওই নারীর নাম যুলাইখা করেছেন। কিন্তু ওই নারীর নাম জুলায়খাহওয়ার বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়। ওই নারীর নাম কী ছিল সে বিষয়ে ইতিহাসে একাধিক নাম পাওয়া যায়। তাই নিশ্চিন্তভাবে ইউসুফ-জুলায়খা নাম দিয়ে বিভিন্ন ঘটনা রটানো সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, যে ঘর থেকে ইউসুফ (আ.) বাইরে চলে আসতে চাচ্ছিলেন, সেই ঘরের দরজাগুলো তালাবদ্ধ ছিল। তিনি দৌড়ে দরজায় পৌঁছলে নিজ থেকেই দরজাগুলো খুলে নিচে পড়ে গেল (সুবহানাল্লাহ!)। তাঁরা দুজনই ঘর থেকে বের হতেই সেখানে মনিব আজিজকে দাঁড়ানো দেখতে পান। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে তড়িঘড়ি স্ত্রী জুলায়খা গল্প বানিয়ে স্বামীকে বলতে শুরু করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধুরন্ধর নারী। তিনি নিজের অপরাধের দায়ভার ইউসুফ (আ.)-এর কাঁধে চাপিয়ে দিলেন। তিনি বললেন,   তোমার কেনা গোলাম হয়েও সে আমার ইজ্জত হরণের চেষ্টা করেছে। এর বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নিতে হবে। তাকে জেলবন্দি করো অথবা কঠোর শাস্তির মুখোমুখি করো।

আলোচ্য আয়াত থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায়। প্রথমত, যে জায়গায় গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে, সেই জায়গা পরিত্যাগ করা উচিত। ইউসুফ (আ.) ওই কক্ষ থেকে পালিয়ে গিয়ে সেই নজির স্থাপন করেছেন। দ্বিতীয়ত, সর্বাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করা মানুষের আবশ্যকীয় কর্তব্য। কখনো কখনো এর ফলাফল বাহ্যিকভাবে দেখা যায় না। তাতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ফলাফল দেওয়ার মালিক আল্লাহ। বান্দার কাজ হলো, নিজের শ্রম ও সাধনাকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করা। ইউসুফ (আ.) আলোচিত কক্ষের সব দরজা-জানালা বন্ধ জেনেও সেখান থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে দৌড় দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা দরজাগুলো খুলে দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেছেন। এতে বোঝা যায়, বান্দার পক্ষ থেকে আগে উদ্যোগ ও সর্বোচ্চ সাধনা পাওয়া গেলে আল্লাহর সাহায্য তাত্ক্ষণিকই মেলে। পবিত্র কোরআনে এসেছে,‘আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসন্ন। মুমিনদের (সে বিষয়ে) সুসংবাদ দাও। (সুরা : সাফ্ফ, আয়াত : ১৩)

গ্রন্থনা : মাওলানা কাসেম শরীফ ০৪-১২-২০১৬ কালের কন্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত।

সুরা ইউসুফ থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা (বিশ্বের সুন্দরতম গল্প)

•••••

ইউসুফ (আ.) এর ঘটনায় মুমিনদের জন্য তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে যত শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তা অন্যকোনো নবীর ঘটনাবলিতে নেই।

- পার্থিব হীন স্বার্থের জন্য কোনো সৎ ভাই অপর সৎভাইকে খুনের চিন্তাও করতে পারে।
- পার্থিব হীন স্বার্থের জন্য নবী ও ওলীদের সন্তানদের পক্ষেও ভয়াবহ মিথ্যাচারে লিপ্ত হওয়া সম্ভব।
- পার্থিব হীন স্বার্থের জন্য অপরাধকারীদের অনেকেই উদ্দেশ্য সাধন শেষে ভালো মানুষ হয়ে যাবার নিয়ত করে।
- ষড়যন্ত্র ও মিথ্যাচারের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো তথ্য না থাকলে নীরবে ধৈর্য্য ও অবিরাম দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াই নবী-ওলীদের আদর্শ এবং মুত্তাকী মানুষের কর্তব্য।
- ফাসিক নারীদের সুন্দর ছেলেদের প্রেমে পড়া ও তাদেরকে ফুঁসলিয়ে পাপে লিপ্ত করার বিষয়টি যুগযুগ ধরে চলে আসা একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা।
- পাপের কাজ থেকে আত্মরক্ষার জন্য স্থান পরিবর্তনের পাশাপাশি প্রয়োজনে কিছুদিনের কারাবাস করাই মুত্তাকী মানুষের বিকল্প, যেমনটা পছন্দ করেছিলেন ইউসুফ (আ.)।
- যারা পাপের কাজ থেকে বাঁচতে আন্তরিক হয়, শত অসুবিধার মাঝেও আল্লাহ্ তাদেরকে পাপ থেকে আত্মরক্ষার সুযোগ দেন।
- ধরা পড়লে নিজেকে বাঁচানোর জন্য নারীরা ভয়াবহ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে, যেমনটি জুলেখা নিয়েছিল।
- নারীদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পুরুষের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়, যেমনটি বলেছিলেন মিসরের তৎকালীন বাদশা।
- নিরীহ মজলুমের পক্ষে স্বাক্ষ্য দেবার জন্য মহান আল্লাহ অলৌকিক ঘটনাও ঘটিয়ে থাকেন। হাদীস শরীফে আছে, ইউসুফ (আ.) এর জন্য রাজমহলের যে মানুষটি সাক্ষ্য দিয়েছিল, সে ছিল একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু।
- ইসলাম বিদ্বেষী না হলে যেকোনো অমুসলিম রাজার অধীনেও চাকরি করা মুসলমানদের জন্য জায়েয। কেননা ইউসুফ (আ.) মিসরের যে রাজার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন, তিনি অমুসলিম ছিলেন।
- ষড়যন্ত্রকারীদের কাছ থেকে নিজের আপনজনকে সরিয়ে নিতে নির্দোষ কোনো কৌশলের আশ্রয় নেওয়া উত্তম। যেমন ইউসুফ (আ.) তাঁর সহোদর বিনিয়ামিনকে রেখে দিতে তার ব্যাগে রাজ প্রাসাদের একটি পেয়ালা রেখে দিয়ে পরে তাদের সকলের ব্যাগ তল্লাশি করেছিলেন।

- প্রাকৃতিক ভাবে সহোদর ভাই ও বোন মানুষের যতটুকু আপন হয়ে থাকে, সৎ ভাই ও বোন কখনোই ততটুকু আপন হতে পারে না। এটা রেহেম তথা রক্ত সম্পর্কের কারণেই হয়ে থাকে।
- কোনো আপনজন বা প্রয়োজনীয় কিছু হেরে গেলে ফিরে পাওয়ার আশা ত্যাগ করা ঠিক নয়। বরং আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার উপর আশা ও ভরসা রেখে ফিরে পাবার জন্য দোয়া করাই উত্তম। কারণ, আল্লাহ্ হলেন সর্বশক্তিমান এবং উত্তম কৌশলী। তিনি মানুষকে তার শত্রুর ঘরেও নিরাপদ রাখতে পারেন, যেমন নবী মূসাকে (আ.) ফেরাউনের ঘরে রেখেছিলেন।
- শোক ও কান্নায় মানুষের অনেকে অসুস্থ হয়ে যায়, এমনকি কেউকেউ দৃষ্টিশক্তিও হারিয়ে ফেলতে পারে। আবার শোক কেটে গেলে মানুষ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে, যেমন ইউসুফ (আ.) এর সন্ধান পাবার পর ইয়াকুব (আ.) এর ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল।
- ষড়যন্ত্রকারী ও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া লোকেরা ভিক্টিমের কাছে অসহায় হয়ে ধরা পড়লে পরে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ না নেওয়ার ঘোষণা দেওয়াই উত্তম, যেমনটা ইউসুফ (আ.) দিয়েছিলেন।
- ষড়যন্ত্রকারীরা যদি নিজেদের ভুল স্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে উত্তম আচরণ করা ও তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করাই উত্তম, যেমনটা ইউসুফ (আ.) তাকে কূপে ফেলে দেওয়া বড় ভাইদের জন্য করেছেন।
  তাসফসীর মাওলানা আবুল হোসাইন আলে গাজী (সংক্ষেপ করা হয়েছে)

<u>বিয়ের উদ্দেশ্যে রিলেশনশিপ কি বৈধঃ</u>

কোন নারীর জন্য বেগানা কোন পুরুষের সাথে সম্পর্ক করা জায়েয নয়। এমনকি তাদের দুজনের বিয়ের নিয়ত থাকলে নয়। বিবাহের ইচ্ছা থাকলেও বিবাহ না করা পর্যন্ত এভাবে প্রেম-ভালবাসা করা গুনাহে কবিরা ও হারাম। এমন কি বিবাহের কথা পাকাপাকি হয়ে গেলেও আকদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন প্রেম-ভালবাসা জায়িজ নয়। এমন কি আকদের পূর্ব পর্যন্ত প্রেম সংক্রান্ত গোপন চিঠি আদান প্রদান, দেখা-সাক্ষাত, ফোনে কথা-বার্তা বলা সবই নিষিদ্ধ, কবীরা গুনাহ। বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী হওয়ার পরই কেবল প্রেম ভালবাসা করতে পারে এবং তা পবিত্র ও ছাওয়াবের কাজ। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বেগানা নারীর সাথে নিভৃতে অবস্থান করা, মুসাফাহা করা ও দৃষ্টিপাত করা হারাম করেছেন; কেবলমাত্র বিয়ের পাত্রী দেখা ও সাক্ষ্যদানের মত প্রয়োজন ছাড়া সাজগোজ করে বেপর্দা হয়ে বের হওয়া নারীর উপর হারাম করেছেন। গাইরে মাহরাম পুরুষদের সামনে সতর খোলা, তাদের মাঝে সুগন্ধি মেখে বের হওয়া ও তাদের সাথে কোমল সুরে কথা বলা হারাম করেছেন। এসব কর্ম হারাম হওয়া কুরআন-সুন্নাহ্‌র দলিলের ভিত্তিতে সুবিদিত। এ বিধানগুলোর আওতা থেকে কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি। এমনকি কেউ বিয়ের সংকল্প করলে তাকেও নয়; বিয়ের প্রস্তাবকারী পাত্রকেও নয়। কেননা বিয়ের আকদ (চুক্তি) হওয়ার আগ পর্যন্ত বিয়ের প্রস্তাবকারী ছেলেও বেগানা পুরুষ।

এখানে কয়েকটি বিষয় আলোচনার প্রয়োজনঃ

- কোন বেগানা নারীর সাথে কোন পুরুষের নিভৃতে অবস্থান করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে; এমনকি সে ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাবকারী হলেও; হাদিসে এসেছে যা ইমাম বুখারী (৩০০৬) ও ইমাম মুসলিম (১৩৪১) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, তিনি বলেনঃ "অবশ্যই কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নিভৃতে একত্রিত হবে না। তিনি আরও বলেনঃ "সাবধান!

কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নিভৃতে একত্রিত হবে না; যদি হয় সেখানে শয়তানই থাকে তৃতীয় ব্যক্তি।সুনানে তিরমিযি (২১৬৫); [শাইখ আলবানী সহিহুত তিরমিযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

- কোন পুরুষ কোন নারীর দিকে তাকানো হারাম হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলার বাণীতে উদ্ধৃত হয়েছে যে: "মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে, লজ্জাস্থানকে হেফাযতে রাখে। এটাই তাদের পবিত্র থাকার জন্য অধিকতর সহায়ক। তারা যা কিছু করে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত।[সূরা নূর, আয়াতঃ ৩০]
- জারির বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হঠাৎ নজর পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে সাথে সাথে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন।[সহিহ মুসলিম (২১৫৯)]
- **প্রেমিক প্রেমিকাদের যা জানতেই হবে।**
    - শায়খুল ইসলাম, ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন,

      "ইশক বা প্রেম হচ্ছে একটি মানসিক ব্যাধি। আর যখন তা প্রকট আকার ধারণ করে তখন তা শরীরকেও প্রভাবিত করে। সে হিসেবে ইশক শরীরের জন্যও একটা ব্যাধি। মস্তিষ্কের জন্যও তা ব্যাধি। এজন্যই বলা হয়েছে যে, ইশক একটা হৃদয়জাত ব্যাধি। শরীরের ক্ষেত্রে এ ব্যাধির প্রকাশ ঘটে দুর্বলতা ও শরীর শুকিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে।"

      তিনি আরও বলেন, "পরনারীর প্রেমে এমন সব ফাসাদ রয়েছে যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেও গুনে শেষ করতে পারবে না। এটা এমন ব্যাধিগুলোর একটি, যা মানুষের দ্বীনকে নষ্ট করে দেয়। মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাকে নষ্ট করে দেয়, অতঃপর তা শরীরকেও নষ্ট করে।"[মাজমূউল ফাতওয়াঃ ১০/১২৯-১৩২]

❖ জেনাকারী নারী বা পুরুষের এমন ধারণা পোষণ করা মোটেই ঠিকনা, আমাদের দেশে তো ইসলামিক আইন নাই - তাই আপাতত কিছু আনন্দ করে নেয়া যাক।

দুনিয়াতে শাস্তি না হলে পরকালের শাস্তি আরো ভয়ংকর। জাহান্নামের আগুনের কড়াইয়ে পুড়া কি ভয়ংকর হতে পারে? ৫ মিনিট চুলার আগুনে ছোট্ট একটা আঙ্গুল দিয়েই দেখতে পারেন সহ্য করতে পারেন কিনা? কি কঠিন অবস্থা হবে আগুনের কড়াইয়ে যখন উলংগ করে পুড়ানো হবে যার আগুন দুনিয়ার আগুনের ৭০ গুণ আর যেই আগুন কখনো কমবেনা, না শাস্তি কমানো হবে! (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)
যিনাকারীদের পরকালীন শাস্তিঃ
রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ "আমি স্বপ্নে একটি চুলা দেখতে পেলাম যার উপরের অংশ ছিল চাপা আর নিচের অংশ ছিল প্রশস্ত আর সেখানে আগুন উত্তপ্ত হচ্ছিল, ভিতরে নারী পুরুষরা চিল্লাচিল্লি করছিল। আগুনের শিখা উপরে আসলে তারা উপরে উঠছে, আবার আগুন স্তিমিত হলে তারা নিচে যাচ্ছিল, সর্বদা তাদের এ অবস্থা চলছিল, আমি জিবরীল আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলামঃ এরা কারা? জিবরীল আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললঃ তারা হল, অবৈধ যৌনচারকারী নারী ও পুরুষ।

সহীহ আল-বুখারী।

কথিত প্রেমিক আর প্রেমিকাদের একে অন্যের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত। পরকালে ভালোবাসা নামক শোয়তানী ধোঁকা থাকবেনা, শুধুই আগুন। আল্লাহর কসম! তখন এই প্রেমিক প্রেমিকারা একজন

আরেকজনের শত্রু হয়ে যায়। আর দুনিয়ার জীবনে একজন আরেকজনকে জেনা ব্যভিচারে বন্ধু হিসাবে নেওয়ার জন্য হাত কামড়িয়ে আফসোস করবে।

“জালেম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রসূলের পথ অবলম্বন করতাম। হায় আমার দূর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধু হিসেবে না নিতাম। আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে পথভ্রষ্ট করেছিল।

সুরা আল-ফুরকান, আয়াত ২৭-২৯।

আল্লাহ আমাদের ও আমাদের পরিবারকে নিরাপদ রাখুন, আমিন

- বেগানা নারীর সাথে মুসাফাহা করা হারাম হওয়া সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে,
- “বেগানা নারীকে স্পর্শ করা কতো বড়ো পাপ!!
"নিশ্চয়ই তোমাদের কারো মাথায় লোহার পেরেক ঠুকে দেয়া ঐ মহিলাকে স্পর্শ করা থেকে অনেক ভাল, যে তার জন্য হালাল নয়।" [তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত মাকিল বিন ইয়াসার (রাঃ) এর হাদিস; আলবানী “সহিহুল জামে গ্রন্থে (৫০৪৫) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন] এক্ষেত্রে নর-নারী উভয়ের গুনাহ সমান।
- নারীদের বেপর্দা হওয়া ও বেগানা পুরুষদের সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী; যাদেরকে আমি আমার যুগে দেখে যাইনি। এক শ্রেণীর লোক, তারা এমন এক সম্প্রদায়, তাদের সাথে থাকবে গরুর লেজের মত এক ধরনের চাবুক যা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে। অপর শ্রেণী হলঃ কাপড় পরিহিতা সত্ত্বেও নগ্ন নারী; তারা পুরুষদেরকে আকৃষ্টকারী ও নিজেরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট। তাদের মাথা হবে বুখত শ্রেণীর উটের কুঁজের মত বাঁকা। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও তারা পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ এত এত দূর থেকেও পাওয়া যাবে।[মুসলিম (২১২৮)]

বুখত হচ্ছে লম্বা গলা বিশিষ্ট এক ধরণের উট।

- নারীরা এমনভাবে সুগন্ধি মেখে বাহিরে বের হওয়া যাতে করে সে সুগন্ধি বেগানা পুরুষদের নাকে লাগে এটা হারাম হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, “যে নারী সুগন্ধি লাগিয়ে কোন সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে গমন করে যাতে করে তারা তার সুঘ্রাণ পায় সে নারী ব্যভিচারিনী।”[সুনানে নাসাঈ (৫১২৬), সুনানে আবু দাউদ (৪১৭৩), সুনানে তিরমিযি (২৭৮৬); আলবানী সহিহুন নাসাঈ গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান বলেছেন]

- কোমলভাবে কথা বলা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে আল্লাহ্‌র বাণীঃ

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّۚ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا “হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা তো অন্য কোন নারীর মত নও; যদি তোমরা তাকওয়ার উপর অবিচল থাক।

অতএব (অন্য লোকের সাথে) কোমলভাবে কথা বলবে না; তাতে অন্তরে ব্যাধিগ্রস্ত কোন (পুরুষ) লোক প্রলুব্ধ হতে পারে। তোমরা স্বাভাবিকভাবে কথা বলবে।[সূরা আহযাব, আয়াতঃ ৩২]

যদি উম্মুল মুমিনীনদের ব্যাপারে এ বিধান হয় তাহলে অন্যদের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য হওয়া আরও অধিক যুক্তিযুক্ত।

এখানে লক্ষণীয় যে, পুরুষ ও বেগানা নারীর মাঝের যে সম্পর্কটাকে ভালবাসা বলা হয় সেটা উল্লেখিত এ হারাম কাজগুলো এবং এগুলোর চেয়েও জঘন্য হারাম থেকে মুক্ত নয়; যদি এর সবগুলো একত্রিত নাও হয়।

কিছু গবেষণালব্ধ তথ্য ও ফলাফলঃ

গবেষণায় সাব্যস্ত হয়েছে যে, যে বিয়েগুলো ছেলে-মেয়ের পূর্ব প্রেমের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় সে বিয়েগুলোর অধিকাংশই ব্যর্থ। পক্ষান্তরে, যে বিয়েগুলো এ ধরণের হারাম সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সে বিয়েগুলো সফল; যেগুলোকে মানুষ "গতানুগতিক বিয়ে নামে অভিহিত করে থাকে।

ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী সৌল-জুর-ডন এর মাঠ পর্যায়ের একটি গবেষণার ফলাফল হচ্ছেঃ "যে বিয়ের পাত্র-পাত্রী বিয়ের আগে প্রেমে পড়েনি এমন বিয়ে তুলনামূলকভাবে বড় সফলতা বাস্তবায়ন করছে।"

অপর এক সমাজবিজ্ঞানী আব্দুল বারী কর্তৃক ১৫০০ টি পরিবারের ওপর পরিচালিত গবেষণার ফলাফল হচ্ছেঃ ৭৫% এর বেশি প্রেমঘটিত বিয়ে তালাকের মাধ্যমে পরিসমাপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে, গতানুগতিক বিয়ের ক্ষেত্রে, তথা পূর্ব-প্রেমঘটিত নয় এমন বিয়েগুলোর ক্ষেত্রে এর শতাংশ ৫% এর নীচে।

এ ফলাফলের পেছনে **প্রধান যে কারণগুলো থাকতে পারে সেগুলো হচ্ছেঃ

১। আবেগের তাড়নায় দোষ-ত্রুটি দেখা ও যাচাইবাছাই করার ক্ষেত্রে অন্ধ হয়ে থাকা। যেমনটি বলা হয়ঃ وعين الرضا عن كل عيب كليلة (ভক্তির চোখ দোষ দেখার ক্ষেত্রে অন্ধ)। হতে পারে পাত্র-পাত্রী দুইজনের একজনের মাঝে কিংবা উভয় জনের মাঝে এমন কিছু দোষ রয়েছে যেগুলোর কারণে তিনি অপর পক্ষের উপযুক্ত নন। কিন্তু, এ দোষগুলো বিয়ের পরে ফুটে উঠে।

২। প্রেমিক ও প্রেমিকা উভয়ে ধারণা করেন যে, জীবন হচ্ছে একটি লাভ জার্নি যার কোন অন্ত নেই। এ কারণে আমরা দেখি যে, তারা ভালবাসা ও ভবিষ্যৎ-স্বপ্ন ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে কথা বলে না। পক্ষান্তরে, জীবন ঘনিষ্ঠ নানাবিধ সমস্যা ও সেগুলোকে মোকাবিলা করার পদ্ধতি তাদের আলোচনায় স্থান পায় না। কিন্তু, তাদের এ ধারণা বিয়ের পর চুরমার হয়ে যায়। যখন তারা জীবনের নানা সমস্যা ও দায়-দায়িত্বের মুখোমুখি হয়।

৩। প্রেমিক-প্রেমিকা সাধারণতঃ সংলাপ ও আলোচনায় অভ্যস্ত নয়। বরং তারা ত্যাগ ও অপর পক্ষকে সন্তুষ্ট করার জন্য স্ব-ইচ্ছা বিসর্জন দেয়ায় অভ্যস্ত। বরং তাদের দুজনের মাঝে তেমন কোন মতভেদ হয় না। কারণ প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষকে সন্তুষ্ট করবার জন্য ছাড় দিতে প্রস্তুত! কিন্তু, বিয়ের পরের অবস্থাটি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের আলোচনা সমস্যার রূপ ধারণ করে। কেননা তাদের দুজনের প্রত্যেকে কোন প্রকার আলোচনা-পর্যালোচনা ব্যতিরেকে স্বীয় মতের প্রতি অপর পক্ষের সম্মতি পেয়ে অভ্যস্ত।

৪। প্রেমিক-প্রেমিকা একে অপরের কাছে নিজের যে চরিত্র ফুটিয়ে তোলে সেটা তার আসল চরিত্র নয়। প্রেমকালীন সময়ে দুই পক্ষের প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য কোমলতা, নম্রতা ও আত্মত্যাগের চরিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু, তার পক্ষে এ চরিত্রের ওপর আজীবন অবিচল থাকা সম্ভবপর হয় না। তাই বিয়ের পর তার আসল চরিত্র ফুটে উঠে। আর সেই সাথে সমস্যাগুলো শুরু হয়।

৫। প্রেমকালীন সময়টা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রঙিন সব স্বপ্ন ও অতিরঞ্জন ভিত্তিক হয়ে থাকে; যার সাথে বিয়ের পরের বাস্তবতার মিল থাকে না। প্রেমিক তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, শীঘ্রই সে তার জন্য চাঁদের টুকরা হাযির করবে, তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী নারী না করে স্বস্তি পাবে না...ইত্যাদি। বিপরীত দিকে প্রেমিকা বলেড় সে যদি তাকে পায় তাহলে তার সাথে একটা রুমেই থাকতে পারবে, ফ্লোরে ঘুমাতে পারবে, তার কোন চাওয়া-পাওয়া নাই, তাকে পেলেই চলবে!! যেমন জনৈক ব্যক্তি প্রেমিক-প্রেমিকাদের উক্তি উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলেছেন: "عش العصفورة يكفينا" ، و "لقمة صغيرة تكفينا" "أطعمني جبنة وزيتونة" (চড়ুই পাখির বাসা ও ছোট্ট এক লোকমা খাবার আমাদের জন্য যথেষ্ট। এক টুকরা চিজ ও একটি যাইতুন পেলেই আমি সন্তুষ্ট।) এসব আবেগ তাড়িত ও অতিরঞ্জিত কথা। সে জন্য উভয় পক্ষ অতিদ্রুত এ কথাগুলো ভুলে যায় কিংবা বিয়ের পর ভুলে যাওয়ার ভান ধরে। বিয়ের পর স্ত্রী স্বামীর কৃপণতা ও তার ইচ্ছা-আকাঙ্খা পূরণ না করার অভিযোগ করে। আর স্বামী স্ত্রীর ব্যাপক চাহিদা ও প্রচুর খরচের অভিযোগ করে।

উল্লেখিত কারণগুলো ও আরও অন্যান্য কারণে বিয়ের পরে উভয় পক্ষ কোন রাখঢাক ছাড়াই বলে যে, সে প্রতারিত হয়েছে, সে খুব তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। পুরুষ লোকটা এই ভেবে আফসোস করে যে, তার বাবা তার জন্য যে মেয়েটি ঠিক করেছিল সে ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করল না কেন। আর মেয়ে লোকটি এই ভেবে আফসোস করে যে, তার পরিবার তার জন্য যে ছেলেটি ঠিক করেছিল সে ঐ ছেলেটিকে বিয়ে করল না কেন; অথচ পরিবার তো তাকে তার ইচ্ছা-আকাঙ্খার উপর ছেড়ে দিয়েছিল!

ফলাফল হল: যে বিয়েগুলোর পক্ষদ্বয় ভাবত যে, অচিরেই তারা হবে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী দম্পতির উদাহরণ তাদের মাঝে তালাকের শতাংশ এত বেশি সংখ্যায়!!

হারাম সম্পর্ক থেকে পরিত্রাণের উপায়:

তবে দয়াময় আল্লাহ বৈধ উপায়ে বিয়ের মাধ্যমে নিজেদের ভালোবাসা প্রকাশ ও জৈবিক চাহিদা মেটানোর সুযোগ দিয়েছেন। সুতরাং মানুষের কর্তব্য, বিয়ের পূর্বে হারাম সম্পর্কের দিকে পা না বাড়িয়ে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিয়ে করা।

যে ব্যক্তির বিবাহ এমন হারাম ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে তার উচিত অবিলম্বে তওবা ও ইস্তিগফার করা। নতুনভাবে পুণ্যময় জীবন শুরু করা। যে জীবনের ভিত্তি হবে ঈমান ও নেক আমল।

আল্লাহ আমাদেরকে সর্বপ্রকার পাপাচার থেকে তওবায়ে নাসুহার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِير

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তওবায়ে নাসুহা তথা আন্তরিক তওবা করো। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। -সুরা তাহরিম : ৮

তওবায়ে নাসুহা অর্থ খাঁটি ও নির্ভেজাল তওবা, একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ তওবা। অর্থাৎ এমন আন্তরিকতা ও দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে তওবা করা যে, তওবাকারী আর কখনও জেনে-বুঝে ওই গোনাহে লিপ্ত হবে না- মর্মে অঙ্গিকার করা।

কোরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা হলো, মুসলিম নারী-পুরুষ উভয়ে অবৈধ সংস্পর্শ, কথা-বার্তা ও দেখা-সাক্ষাৎ, আসক্তি ও সাজ-সজ্জা থেকে বেঁচে থাকা। নিজেদের দ্বীন ও আত্মসম্মান রক্ষা করা।

সুতরাং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই হাদিসের ওপর আমল করা জরুরি। যার বাস্তবায়নে তিনি মুসলিম উম্মাহকে দিয়েছেন জান্নাতের নিশ্চয়তা। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বা ও লজ্জাস্থান হেফাজত করবে; আমি তার জান্নাতের জিম্মাদার হবো ।

তাই আমাদেরকে সঠিকভাবে বাচতে হলে দেশ, জাতি ও পরিবারকে বাঁচাতে হলে এই অবৈধ প্রেম ভালবাসার পথ চিরতরে বন্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানদের সতর্ক হওয়া অতীব জরুরী। যদি আমরা যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের শরীয়ত সম্মতভাবে বৈবাহিক বন্ধনের ভিত রচনা করি তাহলে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে সুখী হতে পারব। দেশ ও সমাজকে পাপাচার থেকে মুক্তি দিতে পারব এবং সামনে আগত প্রত্যেক শিশুকে সুন্দর ভবিষ্যত এবং কাঙ্খিত দেশ সমাজ ও পরিবেশ উপহার দিতে পারব। তাই, আমরা সবাই সচেতন হব এবং যুবসমাজকে সঠিকভাবে বাঁচার জন্য সুন্দর পথ দেখাব ইনশাআল্লাহ।

<u>হারাম সম্পর্ক- আল্লাহর অবাধ্যতার নামান্তর:</u>

যৌন সম্পর্ক, অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা তো দূরের কথা, বিবাহবহির্ভূত নারী-পুরুষরা কোমল বা নরম ভাষায় সরাসরি, মোবাইলে কিংবা চ্যাটিংয়ের মাধ্যমে আসক্তিমূলক কথা-বার্তাও বলা যাবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে পাকে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন-

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ۚ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

অর্থ: হে নবি পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সঙ্গে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। যার ফলে সে ব্যক্তির কুবাসনা সৃষ্টি হয়, যার অন্তরে আসক্তি আছে। তোমরা উত্তম (সংযত) কথাবার্তা বলো। (সুরা আহযাব : আয়াত ৩২)

আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ

"যে ব্যক্তি আমার যিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জন্য রয়েছে কষ্টের জীবন"।[সূরা ত্বহা, আয়াতঃ ১২৪]

কঠিন ও কষ্টদায়ক জীবন আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা ও তাঁর ওহি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার প্রতিফল। সুতরাং হারাম রিলেশনশিপ কখনো জীবনে শান্তি বয়ে আনে না।

পুরুষ ও নারীর প্রতি আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশঃ

তাছাড়া নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি বিনিময়েও রয়েছে সুস্পষ্ট হুকুম। এ প্রসঙ্গে কুরআনে পাকে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট নীতিমালা ঘোষণা করেছেন।

পুরুষের প্রতি আল্লাহর নির্দেশঃ

পুরুষদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন-

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ

(হে রাসুল! আপনি) মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তাআলা সে ব্যাপারে খবর রাখেন। (সুরা নুর : আয়াত ৩০)

নারীর প্রতি আল্লাহর নির্দেশঃ

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(হে রাসুল! আপনি) ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। সাধারণতঃ প্রকাশমান ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বুকের ওপরে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, বাবা, শ্বশুর, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, স্ত্রীলোক অধিকারভূক্ত বাদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও (এমন) বালক- যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতিত অন্য কারো সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। (এমনকি) তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা

প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা কর; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (সুরা নুর : আয়াত ৩১)

সহজ পদক্ষেপ মাহরাম নন মাহরাম মেনে চলা

যাদের সামনে পরিপূর্ণ পর্দা করতে হবে না বা পর্দার ক্ষেত্রে শিথিলতা রয়েছে তারাই মাহরাম।

•মহিলাদের জন্য ১৪ প্রকার মাহরাম পুরুষ ব্যতিত অন্য পুরুষদের দেখা দেয়া হারাম।
#মাহরাম পুরুষগণ হলেন:
১)পিতা (আপন পিতা, সৎ পিতা, দুধ পিতা)
২)দাদা ও তার উর্ধ্বতন পুরুষগণ (এরমধ্যে অন্তর্ভুক্ত দাদা-দাদীর পিতা, তাদের দাদা-নানা...এভাবে যত উপরেই যাক, সবাই মাহরাম। এছাড়াও দাদা-দাদীর আপন ভাই, দুধ ভাই, সৎ ভাই মাহরাম)
৩)চাচা (আপন চাচা, সৎ চাচা, দুধ চাচা)
৪)ভাই(আপন ভাই, সৎ ভাই, দুধ ভাই)
৬)ভাইয়ের ছেলে (আপন ভাইয়ের ছেলে, সৎ ভাইয়ের ছেলে, দুধ ভাইয়ের ছেলে)
৭)বোনের ছেলে (আপন বোনের ছেলে, সৎ বোনের ছেলে, দুধ বোনের ছেলে)
৮)নানা ও তার উর্ধ্বতন পুরুষগণ (এরমধ্যে অন্তর্ভুক্ত নানা-নানীর পিতা, তাদের দাদা-নানা...এভাবে যত উপরেই যাক, সবাই মাহরাম। এছাড়াও নানা-নানীর আপন ভাই, দুধ ভাই, সৎ ভাই মাহরাম)
৯)মামা (আপন মামা, সৎ মামা, দুধ মামা)
১০) শ্বশুর, দাদা-নানা শ্বশুর ও তাদের উর্ধ্বতন পুরুষগণ (আপন শ্বশুর ও দুধ শ্বশুর; আপন দাদা বা নানা শ্বশুর ও দুধ দাদা বা নানা শ্বশুর)
১১)স্বামী
১২)ছেলে(আপন ছেলে, সৎ ছেলে, দুধ ছেলে)
১৩)মেয়ের জামাই, দুধ মেয়ের জামাই ও তাদের অধস্তন পুরুষ
১৪)নাতী ও নাতীর অধস্তন পুরুষ (আপন পুত্র বা কন্যার পুত্র, সৎ পুত্র বা কন্যার পুত্র, দুধ পুত্র বা কন্যার পুত্র)

এছাড়াও যৌন শক্তিহীন এমন বৃদ্ধ, যার মাঝে মহিলাদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই আবার মহিলাদেরও তার প্রতি কোন আকর্ষণ নেই এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক এমন বালক যার মাঝে এখনো যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি এদের সাথেও দেখা দেয়া জায়েয।

•আর পুরুষদের জন্যেও রয়েছে মাহরাম নারীগণ, যাদেরকে বিয়ে করা পুরুষদের জন্য হারাম।

#মাহরাম নারীগণ হলেন:
১)মাতা (আপন মা, সৎ মা, দুধ মা)
২)দাদী ও তার উর্ধ্বতন নারীগণ (এরমধ্যে অন্তর্ভুক্ত দাদা-দাদীর মা, তাদের দাদী-নানী...এভাবে যত উপরেই যাক, সবাই মাহরাম। এছাড়াও দাদা-দাদীর আপন বোন, দুধ বোন, সৎ বোন মাহরাম)
৩)ফুফু (আপন ফুফু, সৎ ফুফু, দুধ ফুফু)
৪)বোন(আপন বোন, সৎ বোন, দুধ বোন)
৬) ভাইয়ের মেয়ে (আপন ভাইয়ের মেয়ে, সৎ ভাইয়ের মেয়ে, দুধ ভাইয়ের মেয়ে)
৭)বোনের মেয়ে (আপন বোনের মেয়ে, সৎ বোনের মেয়ে, দুধ বোনের মেয়ে)
৮)নানী ও তার উর্ধ্বতন নারীগণ (এরমধ্যে অন্তর্ভুক্ত নানা-নানীর মা, তাদের দাদী-নানী...এভাবে যত উপরেই যাক, সবাই মাহরাম। এছাড়াও নানা-নানীর আপন বোন, দুধ বোন, সৎ বোন মাহরাম)
৯)খালা (আপন খালা, সৎ খালা, দুধ খালা)
১০) শ্বাশুড়ি, দাদী-নানী শ্বাশুড়ি ও তাদের উর্ধ্বতন নারীগণ (আপন শ্বাশুড়ি ও দুধ শ্বাশুড়ি; আপন দাদী বা নানী শ্বাশুড়ি ও দুধ দাদী বা নানী শ্বাশুড়ি)
১১)স্ত্রী
১২)মেয়ে(আপন মেয়ে, সৎ মেয়ে, দুধ মেয়ে)

১৩)ছেলের বৌ, দুধ ছেলের বৌ ও তাদের অধস্তন নারী
১৪) নাতনি ও নাতনির অধস্তন নারী (আপন পুত্র বা কন্যার মেয়ে, সৎ পুত্র বা কন্যার মেয়ে, দুধ পুত্র বা কন্যার মেয়ে)

এছাড়াও যৌন শক্তিহীন এমন বৃদ্ধা যার প্রতি পুরুষের কোন প্রকার আকর্ষণ নেই এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কা এমন মেয়ে যার প্রতি পুরুষের এখনো যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি এদের সাথে পর্দার বিধানের শিথিলতা রয়েছে।

" তোমাদের কারো মাথায় যদি লোহার সুঁচ দিয়ে আঘাত করা হয় তবে সেই আঘাত এর যন্ত্রণা তার জন্য উত্তম এমন কোনো মহিলা কে স্পর্শ করা থেকে যাকে স্পর্শ করা তার জন্য জায়েজ নেই। (অর্থাৎ গায়ের মাহরাম মহিলা)।"
(হাদিস টি সহিহ, তাবারানী, ২০ /২১২, সহীহ আল-জামী, ৪৯২১)

এছাড়া বাকিদের সাথে দেখা করা তো দুরের
কথা, অযথা কথাবার্তা বলাও কবীরা গুনাহ।
চাই তা সরাসরি হোক বা মোবাইল ফোনে হোক।
" তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো তবে বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন করো না যাতে দুষ্ট মনের কোন ব্যাক্তি লালসা করতে পারে; বরং সোজা ও স্পষ্ট বলো।"
(৩৩:৩২)

হারাম রিলেশনশিপ কি ইবাদত কবুলের অন্তরায়?

দয়াময় আল্লাহ বৈধ উপায়ে বিয়ের মাধ্যমে নিজেদের ভালোবাসা প্রকাশ ও জৈবিক চাহিদা মেটানোর সুযোগ দিয়েছেন। সুতরাং মানুষের কর্তব্য, বিয়ের আগে হারাম সম্পর্কের দিকে পা না বাড়িয়ে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিয়ে করা। তবে হারাম রিলেশন, অবৈধ প্রেম গুনাহের কারণ হলেও তা শিরক, কুফরি বা মুরতাদ হওয়া মতো গুনাহ নয় যে, এ কারণে তার সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে বা তার আমল কবুল হবে না। বরং এ অবস্থায়ও তার সালাত, সিয়াম, দান-সদকা, দোয়া, কোরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য নেকির কাজ বরবাদ হয়ে যাবে না। বরং এগুলো সে যদি খালেস নিয়তে যথানিয়মে সম্পাদন করে তা হলে মহান আল্লাহ তা কবুল করবেন বলে আশা করা যায়। কিন্তু হারাম রিলেশনের কারণে গুনাহগার হবে। অনেকেই গুনাহের কারণে আশা হারিয়ে ফেলে যে, অবৈধ গুনাহে যেহেতু লিপ্ত হয়ে পড়েছি তা হলে ইবাদত করে কী লাভ? এই নিরাশা থেকে তারা ইবাদতও ছেড়ে দেয়। এটা ঠিক নয়, ইবাদত অব্যাহত রাখতে হবে, হারাম রিলেশন ত্যাগ করতে হবে এবং অনতিবিলম্বে তওবা করে এ পথ থেকে ফিরে আসতে হবে।

হারাম রিলেশনশিপ- আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসার অন্তরায়:

ঈমানের ভিত্তিতে মহান আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক ও ভালোবাসা তৈরি হয়। যার প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়, তার চাওয়া-পাওয়া অগ্রাধিকার পায়। আল্লাহকে ভালোবাসার উপায় ও পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের কোনো ভয়-ভীতি নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথার কখনো হেরফের হয় না। এটাই হলো মহা সফলতা (সুরা : ইউনুস, আয়াত : ৬২-৬৪)

রাসুল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসাঃ রাসুল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ছাড়া ঈমানের পূর্ণতা আসে না।পার্থিব সব কিছুর ওপর রাসুল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং তার আনুগত্যের মাধ্যমে ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে হবে। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার মাতা-পিতা সন্তান-সন্ততি ও সব মানুষ থেকে প্রিয় হব বুখারি, হাদিস : ১৫)

বিবাহপূর্ব প্রেম অনেক সময় বান্দাহকে শিরকের নিকটবর্তী করে দেয়। কারণ অনেক সময় তারা একে অপরকে এতটাই ভালবাসা শুরু করে দেয় যে প্রকার ভালবাসা পাওয়ার দাবীদার একমাত্র আল্লাহ। (সূরা বাকারাঃ১৬৫)

আসলে ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা মানুষকে গুনাহ থেকে বাঁচতে বিভিন্ন উপায় বলে দেয়।প্রেম করলে শয়তান অবশ্যই জিনা করতে প্রলুব্ধ করবে। তাই ইসলামে বিয়ে বহির্ভূত প্রেম বা সম্পর্ক করা হারাম।

যিনা ব্যভিচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কি কি করা উচিৎ?

হারাম সম্পর্ক তৈরী হওয়ার যত উদ্দীপক বা উৎসাহী বিষয়বস্তু আছে তা খুজে খুজে সবই বের করে বন্ধ করতে হবে যেমন- বাসায় ইসলামী পরিবেশ তৈরী করতে হবে যেমন, বাসা থেকে টিভি, ডিস চ্যানেল অনিয়ন্ত্রিত মোবাইল ট্যাব চালানো বন্ধ করতে হবে, বাসার ভিতরে বাহিরে সব খানে মাহরাম নন মাহরাম মেনে চলতে হবে, হালাল বিনোদন এর ব্যবস্থা করতে হবে, ইসলামীক বইয়ের লাইব্রেরী করে নিয়মিত সবাই মিলে ফ্যামিলির যার যার কমতি ঘার্তি অনুযায়ী ইসলামের প্রাথমিক বিষয় থেকে পড়া ও আমল করা শুরু করতে হবে, এ ক্ষেত্রে , শিশু মনে ঈমানের পরিচর্যা লেখক ড. আইশা হামদান, কররাতু আইয়ূন 1-2, মনের মত সালাত লেখক-ডা: শামছলি আরেফীন শক্তি, প্যারেন্টিং লেখক-আমির জামান ও নাজমা জামান , আল কুরআনের রত্ন উস্তাদ -নুমান আলী খান, সুখী যদি হতে চাও-জলফিকার আহমদ নকশবন্দি – আল্লাহর প্রতি সুধারনা, সালাত পড়ি পড়ি বুঝে বুঝে- ডা: রেজাউল করিম , ইত্যাদি বই সহায়ক হতে পারে

লোহা আর চুম্বক এর আকর্ষণ শক্তি

বিষয়টি পদার্থি বিদ্যার একটি টপিক, সাইন্স পড়ুয়ারা ভাল বুঝবেন, বৈদ্যতিক শক্তিকে চুম্বক শক্তিতে রুপান্তর করে গাড়ি রিক্সা , পানি তোলার মটর ইত্যাদি যন্ত্রাদি চলছে।

এখন প্রশ্ন হলো এটি কেন জানতে হবে ?

জনতে হবে এই কারনে যে, লোহা আর চুম্বক যেভাবে একে অপরকে আকর্ষন করে এবং যতটা দূর থেকে আকর্ষণ করে, তার চেয়েও বেশী এবং লোহা চুম্বকের তুলনায় অনেক বেশী দূর থেকে কমন ভাবে নারী ও পুরুষের আকর্ষন বোধ বা কাছাকাছি টেনে নিয়ে আসতে চায়, এটা টিন এজে সর্বোচ্চ মাত্রা থাকে, এটা কোন কোন পুরুষ মহিলার ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি 60-70-80 তেও টিন এজের মত আকর্ষন বোধ হতে পারে। তাই ইসলামী শরয়ী পর্দাটা এই সাইকোলজি বুঝে করতে হবে, বাসায়, রাস্তায় বেড়াতে গেলে যানবাহনে, কারো সাদা দাড়ি, পাঞ্জাবী,বোরকা পড়া মহিলা, ভাল সম্পর্কের পরিচিত বা আত্বীয় এগুলোর কারো অন্তরের খবর যেহেতু আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা ,তাই দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যই কল্যাণকর এই শরয়ী পর্দা যা, যে মেনে চলবে সেই উপক্রিত হবে, যে ধর্মেরই হোক, এখনকার সময়ে সব দিক বিবেচনায় চারপাশ থেকে ঈমান হরনের আয়োজন চলছে জোড়েশোরেই, তাই আমাদের দ্বীন মানার প্রস্তুতিও হতে হবে তারচেয়েও বেশী অর্গনাইজডভাবে।

উপসংহারঃ

দুনিয়ায় আমরা একে অন্যের সাথে বিভিন্ন সম্পর্কে সম্পর্কিত। আর এই সম্পর্কের মাধ্যমেই আমরা একে অন্যের সাথে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হই। ভালোবাসা না থাকলে পৃথিবী টিকে থাকত না। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অফুরন্ত ভালোবাসা আছে বলেই এত কষ্ট করে তারা সন্তানকে লালন-পালন করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালোবাসার কারণেই পারিবারিক বন্ধন আমরণ হয়। আর তাই ভালোবাসা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বিষয়। ভালোবাসা আমরা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে রহমত হিসেবে পেয়েছি। ইসলামে ভালোবাসা শব্দটি ইতিবাচক। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বান্দারদের ইতিবাচক দিক সবসময় পছন্দ করেন।
আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনুল কারিমে বলেন, إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ
নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।
(সুরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৯৫)

তবে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভালোবাসা একটি আপেক্ষিক ও দ্বৈত বিষয়। এটি মূলত বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষিত হওয়ার ফল। মানুষ ভালোবাসার ক্ষেত্রে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না। বিষয়টির ওপর মানুষের হাত না থাকায় রাসুল (সা.)-ও আপন স্ত্রীদের পালা বণ্টন করে বলেছেন, হে আল্লাহ, আমার যতটুকু সাধ্য ছিল আমি ইনসাফ করার চেষ্টা করেছিড় আর যে বিষয়টি আমার সাধ্যে নেই (অর্থাৎ কোনো স্ত্রীর প্রতি বেশি ভালোবাসা), সে বিষয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করবেন না (সুনানে তিরমিজি, ৩/১৮৫, হাদিস : ১১৪০; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৪/৪১৪)

কুরআন কারীমে যেখানে দৃষ্টি নীচু ও সংযত রাখা, লজ্জা স্থান হিফাজত করার কথা এবং পর্দা করার কথা বলা হয়েছে আর গোপন প্রেমলীলাকে নিষেধ করা হয়েছে সেখানে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক বা প্রেম ভালোবাসা বৈধ হতে পারে না; এটা হারাম। জিনা তথা অবৈধ শারীরীক সম্পর্ক হারাম। জিনার নিকট যাওয়াই নিষেধ অর্থাৎ যে সকল জিনিস জিনার নিকটবর্তী করে দেয় তার কাছে যাওয়াই নিষেধ। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নর-নারীকে জিনার নিকটবর্তী করে দেয় আর জিনা মারাত্মক একটি কবিরা গুণাহ।

সর্বপ্রকার রিলেশনশিপ বা ভালোবাসা মানেই অবৈধ নয়। কিছু কিছু ভালোবাসা শরিয়তে কাম্য। সেটার প্রতি শরিয়ত উৎসাহ দিয়েছে। হাদিসে একটি চমৎকার দুয়া রয়েছে -

اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِى يُبَلِّغُنِى حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِى وَأَهْلِى وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার ভালোবাসা চাই এবং আপনাকে যে ভালোবাসে তার ভালোবাসা চাই ও সেই আমলের ভালবাসা চাই যে আমল আপনার ভালোবাসার পাত্র করে দিবে। হে আল্লাহ আপনার ভালোবাসা আমার নিকট যেন আমার নিজের জীবন এবং পরিবার এবং শীতল পানি থেকেও প্রিয় হয়ে যায়।" (তিরমিজী, হাদীস নং ৩৮২৮/৩৪৯০)

আমাদের উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এর আদেশ নিষেধ মেনে চলা। আমাদের সম্পর্ক গুলো যেন হয় শুধুই আল্লাহর জন্য; কাউকে ভালোবাসবো বা কারো সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলবো আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আবার কারো সাথে প্রয়োজনে সম্পর্ক ছিন্ন করবো সেই আল্লাহর সন্তুষ্টিরই জন্য।

Student Id & Informations:

Tabassum Afia Shoshi
Batch: 201
Roll: 20102232
Address: 392, Dakhshinkhan, Inusbag, Dhaka-1230.
Mobile no: 01949821397